

পরিমাপ(Measurement)--

পরিমাপহলোকোনবস্তুকেশীকৃতনিয়মাবলীরপরিপ্রেক্ষিতেসংখ্যাধারাপ্রকাশকরা।

Helen Stadta এরমতঅনুযায়ী-

"

মেজারমেন্টহস্বিনডিফাইনএসদাপ্রসেসঅফঅবটেনিংএনিউমেরিক্যালডিসক্রিপশনঅফদাএক্সটেন্টটুইচএপারসনঅর্থিংসপ্রসেসক্যারেক্টারিস্টিক্স."

উপরেবসংজ্ঞাঅনুযায়ীবলায়মপরিমাপেরকাজতিনধরনের -

ক /বস্তুগুলোরশ্রেণীবিন্যাসকরা।

খ /সংখ্যাগুলিরশ্রেণীবিন্যাসকরা।

গ /বস্তুগুলিকেনির্দিষ্টনিয়মাবলীঅনুযায়ীসংখ্যাপ্রদানকরা।

পরিমাপকেতিনভাগেভাগকরাযায়। যথা -

ক/ মানসিকপরিমাপ (বুদ্ধিপ্রবণতাব্যক্তিস্বইত্যাদি)

খ / ভৌতিকপরিমাপ (দৈর্ঘ্যউচ্চতাওজনইত্যাদি)

গ /শিক্ষাগতপরিমাপ (পঠনক্ষমতাপাঠ্যবিষয়গতপারদর্শিতাইত্যাদি)

প্রকৃতপক্ষেপরিমাপহলোমূল্যায়নেরএকটিঅংশমাত্রকোনএকটিবিষয়এরসম্বন্ধেজ্ঞান,
কোনকাজেরদক্ষতাওক্ষমতাপরিমাপেযেপ্রক্রিয়ারসাহায্যেনির্ধারণকরাহয়তাকেপরিমাপবলাহয়।

মূল্যায়ন (Evaluation)--

শিক্ষাক্ষেত্রেওমনোবিদ্যারক্ষেত্রেব্যক্তিরআচরণেরউপরমূল্যআরোপিতহয়।

ব্যক্তিআচরণেরদিকেআরোপিতহওয়াইহলোমূল্যায়ন।

শিক্ষারলক্ষ্যেপৌঁছতেশিক্ষার্থীএবংশিক্ষকসমবেতভাবেচেষ্টাকরেএবংএরফলেশিক্ষার্থীরদৈহিক, মানসিক, বৈদিক, প্রাক্ষাভিক, আধ্যাত্মিকনৈতিকপ্রভৃতিদিকেরসতাপরিবর্তনঘটেছেএবংতাদেরপ্রভাবব্যক্তিজীবনেরযেসামাজিকদিকক্রমেক্রমেপরিষ্কৃটন ঘটেছেতারিসামাজিকপ্রতিফলনহলমূল্যায়ন।

প্রশ্ন :- সঠিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে যাজানো আলোচনা করো। (ডিসক্রাইবহোয়াটইজদাকাইটেবিয়াঅফএগুডটেস্ট!)মান 15

উত্তর :- শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষাভিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক প্রভৃতি দিকের পরিবর্তন শিক্ষার মাধ্যমে গুণানুদক্ষতা আগ্রহবোধগম্যতাইত্যাদির বিকাশ ঘটে। অভীক্ষা হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলি কার্যাবলী ব্যক্তি বিশেষ কোন আচরণের পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীর দক্ষতা, ক্ষমতা ও আচরণগত মনোভাবের প্রকৃতি পরীক্ষাতেই অভীক্ষা বলা হয়। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভীক্ষা নিমূল ও ক্রটিহীন হওয়া দরকার। আদর্শ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচিত হলো-

1) যথার্থতা বা নির্ভরতা (validity) :- যে বিষয়ের পরিমাপ নেয়া উচিত তাই অভীক্ষা সেই বিষয়ই পরিমাপ করবে। অর্থাৎ পরীক্ষণীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে পরীক্ষা অভীক্ষা তে থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলি যে - কোন ব্যক্তির ওজন পরিমাপ করার জন্য আমরা ওজন পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করি। উচ্চতাবাতাপ পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করি না।

2) নির্ভরযোগ্যতা বা নির্ভরতা (reliability) :-

অভীক্ষা এমন হবে যে তাতে বিভিন্ন ব্যক্তির বারবার এক বস্তু ব্যক্তির বিষয়ে পরিমাপ করলে একই ফল লাভ করে। কোন ব্যক্তির কোন সময়ের ওজন বিভিন্ন ব্যক্তিকর্তৃক পরিমাপ হলে ও মোটামুটি একই ফল প্রদান করে অর্থাৎ পরিমাপক যন্ত্রটির নির্ভরযোগ্যতা একটি ভাল অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ দিক।

3) নৈব্যক্তিকতা বা অবজেক্টিভিটি :-

কোন আদর্শ অভীক্ষা এমন হবে যে তাতে বিভিন্ন ব্যক্তি পরিমাপ করলে একই ফল পাওয়া যাবে এবং তা সংখ্যামান দ্বারা প্রকাশ করা যাবে। অপেক্ষার ফল কখনোই বিষয়ভিত্তিক বা সাবজেক্টিভ হবে না।

4) আদর্শমানবানর্শমস :-ভালোঅভিষ্কারএকটিআদর্শমানথাকাউচিত |
অভীষ্কারমানেরমধ্যপার্থক্যখুববেশিহলেসকলেরজন্যতাউপযুক্তহয়না |
অভিষ্কারসংখ্যামানেরবিশ্লেষণেরপরআদর্শমানগঠিতহয়|

উদাহরণস্বরূপবলাযায়যেকোনব্যক্তিরওজনযদি 40 কিলোহয়, তবেবলাহয়যে 40
কেজিভালোআবারকারোক্ষেত্রেতথারাপএক্ষেত্রেআদর্শমানএরসাহায্যেসহজেইবিচারকরাযায়|

5) সাবল্যবাসিম্পিসিটি :-

অভীষ্কাখুবইসহজওসরলহওয়াপ্রয়োজনযাতেবিভিন্নব্যক্তিঅন্যাসেতাপরিচালনাকরতেপারেজটিলতাআদর্শঅভীষ্কারবৈশিষ্ট্য
নয়|

6) পবিমিততাবাইকোনমি :-

সার্থকঅভীষ্কারঅপরএকটিবৈশিষ্ট্যহলোপরিমিততাঅর্থাৎঅভিষ্কাটিপরিচালনাকরাযেনখুবব্যয়বহলনাহয়এবংতায়েনসময়ের
দিকথেকেওপরিমিতহয়|

7) মাননির্গীতনির্দেশিকাবাস্ত্যান্ডার্ডআইসডিবেকশন :-

অভীষ্কাপরিচালনাকরারজন্যনির্দিষ্টনির্দেশিকাথাকাপ্রয়োজনযাতেবিভিন্নব্যক্তিএকইঅভিষ্কাপরিচালনাকরারক্ষেত্রেএকইরকম
নির্দেশপালনকরেনসঠিকমাননির্দেশিকাথাকলেমূল্যায়নকরারজন্যঅভিষ্কাসঠিকভাবেপরিচালিতহয়|

8) প্রযোগশীলতাবাঅ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভআবিলিটি :-

অভীষ্কারপ্রযোগশীলতাএকটিগুরুত্বপূর্ণবিষয়অভিষ্কাপ্রযোগকরারজন্যযথেষ্টসুযোগ-

সুবিধাএবংসংখ্যামানেরসাহায্যেপ্রকাশকরারসুযোগথাকাদরকারযাতেসঠিকমূল্যায়নেরমাধ্যমেসঠিকসিদ্ধান্তেউপনীতহওয়াযা
য়|

উপরিউক্তআলোচনাথেকেআমরাএইসিদ্ধান্তেউপনীতহইযেএকটিসঠিকঅভীষ্কারজন্যউপরেরবিষয়গুলোরযথার্থতাখুবইগুরুত্ব
পূর্ণ ||

=====

প্রশ্ন :- অভীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোক পাতকর।

(ইম্পোর্টেন্ট অফ টেস্ট, মেজারমেন্ট অন্ড ইভালুয়েশন ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন.) মান 10

উত্তর :- অভীক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়ন এর উদ্দেশ্যকে বলমাত্রগতানুগতিক পরিমাপ অবস্থার পরিবর্তন সাধন নয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর। অর্থাৎ অভীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষাব্যবস্থার ও পরপ্রভাব ফেলতে পারে এবং তার উন্নতি সাধন করতে পারে। তাই অভীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়নকে শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব পূর্ণদিক পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

1) সচেতনতা বৃদ্ধি :-

শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এটি একটি ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসাহহারা তখন অভিষ্কা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে।
এই ধরনের সচেতনতা শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তব ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলে।

2) পদ্ধতিকৌশল নির্বাচন :-

শিক্ষক মহাশয় কোন বিষয়ে পাঠ দান করার সময় শিখন ও শিক্ষণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা মূল্যায়নের মাধ্যমে জানতে পারে অর্থাৎ মূল্যায়ন আমাদের পদ্ধতিকৌশল নির্বাচনে সাহায্য করে।

3) পরিমাপের তাৎপর্য :- বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে মূল বিচার্য হওয়া উচিত,

শিক্ষণ ও শিখন এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থী কতখানি অগ্রসর হয়েছে তা জানার জন্য পরিমাপ আমাদের উক্ত কাজটুকু করতে সাহায্য করে।

4) পদ্ধতির কার্যকারিতা বিচার :-

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন পদ্ধতি ও ব্যবহৃত কৌশলগুলি কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব পর হয়।
মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সম্ভাব্য পদ্ধতির কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে বিচার করতে পারি।

5) অগ্রগতির তুলনা :- অভীষ্কা পরিমাপ ও মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

এর মাধ্যমে একে নো স সময় সীমার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও দলগত অগ্রগতি তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব।

6) পাঠক্রমের বিচার :- মূল্যায়ন অনেকক্ষেত্রে পাঠক্রম পুনঃবিন্যাসে সাহায্য করে।

মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠক্রমের ত্রুটি ও কার্যকারিতা বিচার করা যায় যা শারীর শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

7) শিক্ষামূলক নির্দেশনা :- অভীষ্কা,

পরিমাপ ও মূল্যায়ন এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দিকের পরিমাপ পাওয়া যায় অর্থাৎ এই তথ্যগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা শিক্ষামূলক নির্দেশনার কাজ সম্পন্ন করতে পারি।

8) শিক্ষণের বিচারকরণ :- মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষক মহাশয় তার নিজের শিক্ষণ কতটা ফলপ্রসূ হলে তা বিচার করতে পারেন।

9) গবেষণার তথ্য সংগ্রহ :- অভীষ্কা ও পরিমাপ দ্বারা তথ্য সংগ্রহ গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়।

10) শিক্ষণের পরিকল্পনা :-

কোন বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রথমেই শিক্ষার্থীদের ওই বিষয়ে কতটা জ্ঞান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে তা যাচাই করে নিয়ে জ্ঞান দক্ষতা ও অ

ভিত্তিতারবিচারেছোটছোটদলেভাগকরেনিযেশিখনেরপরিকল্পনাকরলেশিক্ষাফলপ্রসূহয়,
মূল্যায়নেসাহায্যকরেয়াএকজনশিক্ষকেপ্রভাবিতকরে।

উপরেরআলোচনাথেকেআমরাবলতেপারিয়েঅভীক্ষা,
পরিমাপমূল্যায়নপ্রক্রিয়াশিক্ষাতথাসারীরশিক্ষারক্ষেত্রেনাভাবেব্যবহারকরাযেতেপারে। এই

এইকারণেশারীরশিক্ষারক্ষেত্রেঅভীক্ষা, পরিমাপওমূল্যায়নএকটিগুরুত্বপূর্ণদিকহিসেবেবিবেচিতহয়।

.....